কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মানীয় বিচারপতগণ: **সৌমেন সেন, উদয় কুমার, বিচারপতিদ্বয়**

গুরুপ্রসাদ তাহ বনাম. অশোক কুমার তাহ

এফ এ নং ৩৯০/২০০৯, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৬/০৪/২০২৩ তারিখে

(A) উত্তরাধিকার আইন (১৯২৫ সালের ৩৯), ধারা ৬৩, ধারা ৭৬- উইল কার্যকর করা-সন্দেহজনক পরিস্থিতি- উইল সম্পাদনকারী দুটি উইল সম্পাদন করেছিল।- প্রথম উইল দ্বিতীয় উইল দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল যা নির্বাহকের পক্ষে কার্যকর করা হয়েছিল- দ্বিতীয় উইল কার্যকর করার সময়, উইল সম্পাদনকারী শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং মানসিকভাবে দুর্বল ছিলেন।- কোনও সাক্ষ্য নেই যে সময়ের মধ্যে উইল নিবন্ধিত হয়েছিল, উইল সম্পাদনকারী তার বাড়ি থেকে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে পারতেন।- কোনও প্রমাণ নেই যে উইলটি কমিশনে উইল সম্পাদনকারীর বাড়িতে নিবন্ধিত হয়েছিল কারণ এটি স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে থাকবে যখন শারীরিক অক্ষমতা সহ একাধিক অসুস্থতা সহ একটি নিবন্ধিত উইল সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।- উইল সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর অস্থির বলে মনে হয়েছিল এবং এটি উইল সম্পাদনকারীর দুর্বল স্বাস্থ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল- উইলকারীর স্বাক্ষর প্রতিটি পৃষ্ঠার নীচের অংশের পরিবর্তে উইলের ডানদিকের কোণে ছিল এবং পাতার শেষ দিকে নয় যেখানে উইলের শেষটি অস্বাভাবিক ছিল।- নিবন্ধিত উইলের কোনও অনুমোদন নেই যে সাব-রেজিস্ট্রার উইলের বিষয়বস্তু উইল সম্পাদনকারীকে ব্যাখ্যা করেছেন- উইল-এ উল্লিখিত সমস্ত সত্যায়িতকারী সাক্ষী এবং ব্যক্তিরা নির্বাহকের লোক ছিলেন-উইল কার্যকর করার ক্ষেত্রে নির্বাহক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন-উক্ত পরিস্থিতিতে, লেখকের সাক্ষ্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু নির্বাহক লেখককে উপস্থাপন করতে অস্বীকার করেছিলেন, যদিও তিনি উপলব্ধ ছিলেন-এটি বলা যেতে পারে যে ঘটনার মধ্যে সন্দেহ সহজাত ছিল-উইল পরীক্ষকের মুক্ত এবং ন্যায্য মনের ফল ছিল না- প্রবেট কার্যধারা বাতিলযোগ্য ছিল।

এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ৩০০-অনুসরণ করা হয়েছে

(অনুচ্ছেদ ২০,২১,৩৩)

(B) (বি) উত্তরাধিকার আইন (১৯২৫ সালের ৩৯),ধারা ২৭৬- সীমাবদ্ধতা আইন (১৯৬৩ সালের ৩৬), অনুচ্ছেদ ১৩৭- প্রোবেট কার্যধারা-সীমাবদ্ধতার বাধা-প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য মূল আবেদনটি ১২.০২.১৯৮৯-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং ২০.০৪.১৯৯৫-এ অনুপস্থিতির জন্য খারিজ করা হয়েছিল।বিলম্বের ব্যাখ্যা না দিয়ে প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য দ্বিতীয় আবেদনটি ২৭.০৮.২০০৫-এ দায়ের করা হয়েছিল।- নির্বাহক তথা সুবিধাভোগী মূল কার্যধারা পুনরুদ্ধারের কোনও প্রচেষ্টা করেননি।- প্রথম আবেদনকারী প্রত্যাহারের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে পরবর্তী আবেদন দাখিল করা উচিত ছিল-প্রোবেট কার্যধারা পুনরুদ্ধার না করার জন্য এবং দীর্ঘ বিলম্বের জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি- প্রবেট কার্যধারা বাতিলযোগ্য ছিল।

এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ২০৫৮-অনুসরণকৃত

(অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৯,৪০,৪১,৪২)

উল্লেখিত মামলাঃ	**সংখ্যানুক্রমিক অনুচ্ছেদসমুহ**
এ আই আর অনলাইন ২০২২ ক্যাল ১২২	অনুচ্ছেদ নং (১৫)
এ আই আর ২০১৯ এসসি ৪৯৪৮:এআইআর ২০২০ এসসি (সিভিল)	
৯৩১:এ আই আর অনলাইন ২০১৯ এসসি ১১৬৯	অনুচ্ছেদ নং(৩৬)
এআইআর ২০১৯ এসসি ৩৩১৮:এ আই আর অনলাইন ২০১৯ এসসি ২৫১	অনুচ্ছেদ নং (৩৬,৩৭)
এ আই আর ২০১৭ এসসি ৫৪৫৩:এ. আই. আর ২০১৮ এস. সি (সিভিল)৪৩৩	অনুচ্ছেদ নং (৩৬,৩৮)
(২০০৯) ই ডব্লিউ এইচ সি ২০২৯ (সি.এইচ) (ডাব্লুএলএলআর)।	অনুচ্ছেদ নং (২৩)
এ আই আর ২০০৯ এসসি ৩২৪৭:২০০৯ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৩২৭৫	অনুচ্ছেদ নং (৩৮)
এ আই আর ২০০৮ এসসি ২০৫৮:	
২০০৮ এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ ২৭২৬ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং (১০,১৩,১৪,৩৪,৩৬,৩৮,৩৯)
এআইআর ২০০৮ এসসি ৩০০:২০০৭ এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ ৬৭৮৭ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং (২৫)
এ আই আর ২০০৭ এসসি ৬১৪:২০০৭ এ আই আর এসসিডাব্লিউ ২০৩	অনুচ্ছেদ নং (২৫)
(২০০৩) ই. ডব্লিউ. এইচ. সি ১৮৮৫ (সি.এইচ)	অনুচ্ছেদ নং(২৩)
এআইআর ২০০২ এসসি ৬৩৭:2002 এ আই আর এসসিডব্লিউ ২৪২	অনুচ্ছেদ নং (২৫)
এ আই আর ১৯৯০ এসসি ৩৯৬	অনুচ্ছেদ নং (৭)
এ আই আর ১৯৮৫ ক্যাল ২৭৫	অনুচ্ছেদ নং(১৩)
এ আই আর ১৯৮৩ বোম ২৬৮	অনুচ্ছেদ নং (১৪,৩৪)
১৯৮২ (১) সমস্ত ই আর ৮৮২	অনুচ্ছেদ নং (২৩)
এ আই আর ১৯৮২ এসসি ১৩৩	অনুচ্ছেদ নং (৩০)
এ. আই. আর ১৯৭৭ এস. সি ২৮২	অনুচ্ছেদ নং (৩৬)
এ আই আর অনলাইন ১৯৬৮ ম্যাড ৩	অনুচ্ছেদ নং (২৭)
এ আই আর ১৯৬৮ এসসি ১৩৩২	অনুচ্ছেদ নং (৩০)
এ আই আর ১৯৫৯ এসসি ৪৪৩	অনুচ্ছেদ নং (২৫,২৮,২৯)
এ আই আর ১৯২৫ নাগ ৪২৭	অনুচ্ছেদ নং (৩১)
এ আই আর ১৯২২ পিসি ৩৬৬	অনুচ্ছেদ নং (৩১)
১৮৯৪ (পি) ১৫১	অনুচ্ছেদ নং (৩২)
(১৮৪১) ২ নং আদালত ৯১৭	অনুচ্ছেদ নং (২৩)
এ আই আর ২০০৫ এসসি ৭৮০:২০০৫ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৬০৫	অনুচ্ছেদ নং (২৫)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে শ্রীমতী সোহিনী চক্রবর্তী, ফাল্গুনী মাজি; প্রতিবাদী পক্ষে রমা প্রসাদ সরকার, দেবাশীষ সুর, অংশুমান পাত্র।

1. **সৌমেন সেন, বিচারপতি - আবেদনকারী** হলেন উইল সম্পাদনকারীর বড় ছেলে।একটি প্রবেট কার্যবিধির মামলায় পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা বিচারক দ্বারা ৩০শে মে, ২০০৯ তারিখে প্রদত্ত একটি রায়ের থেকে এই আপীলটি উদ্ভুত হয়েছে।

2. সংক্ষেপে বলা হয়েছে, অশোক কুমার তা হলফনামায় তফসিল এ-তে বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাঁর বাবা গৌরপদ তা দ্বারা সম্পাদিত ৪ঠা জুলাই, ১৯৮৩ তারিখের একটি উইলের প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন।উইলের একজন নামক নির্বাহক হলেন অশোক।গৌরপদ তাঁর জীবদ্দশায় দুটি উইল কার্যকর করেছিলেন।১৯৬৪ সালের ৩রা জুন প্রথম উইলটি কার্যকর করা হয়।উক্ত উইলটি ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের পরবর্তী উইল দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।অশোক এই উইলের সম্পত্তি দাবি করছেন।

3. ট্রায়াল কোর্ট প্রোবেট মঞ্জুর করার আবেদন মঞ্জুর করে। বিচারিক আদালত দুজন সত্যায়িত সাক্ষীর দ্বারা উইলের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং প্রত্যয়নে সন্তুষ্ট হয়েছিল।বিচারিক আদালতের অভিমত ছিল যে, সাক্ষ্যদানকারী দুই সাক্ষী উইলের যথাযথ প্রয়োগ প্রমাণ করেছেন।উইল বাস্তবায়নের আশেপাশে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি নেই।এই আবেদনে আপিলকারী মূলত তাঁর ভাই অশোকের পক্ষে প্রবেট মঞ্জুরের বিষয়ে দুটি বিষয় উত্থাপন করেছেন।প্রথম কারণটি হল প্রবেট মঞ্জুরের আবেদন সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত, উইলের বাস্তবায়ন সন্দেহজনক পরিস্থিতি দ্বারা বেষ্টিত।

4. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী সোহিনী চক্রবর্তী বলেন যে এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে ১৯৬৪ সালের ২৬শে মে গৌরপদ একটি উইল কার্যকর করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর দুই পুত্রের পক্ষে সম্পদ ও সম্পত্তির সমান বন্টন করেছিলেন।উক্ত উইলটি ১৯৬৪ সালের ৩রা জুন নিবন্ধিত হয়।প্রায়১৯ বছর পর ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই গৌরপদ দ্বিতীয় উইলটি কার্যকর করেন, যেখানে তিনি তাঁর ছোট ছেলে অশোকের পক্ষে যথেষ্ট সম্পত্তি দান করেছিলেন।অশোকের সপক্ষে বন্দোবস্তের প্রয়োগ অস্বাভাবিক।প্রমাণকারী সাক্ষীরা সকলেই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং অশোকের পরিচিত। উইল কার্যকর করার সময় গৌরপদ ছিলেন নব্বই বছরের। তিনি ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন এবং উইল কার্যকর হওয়ার সময় তিনি ফ্র্যামার ফ্র্যাকচারে ভুগছিলেন।তাঁর দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল ছিল এবং তিনি পড়তে ও লিখতে পারতেন না।

5. শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন যে, সাক্ষ্যদাতা সাক্ষীদের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র সামন্ত স্বীকার করেছেন যে উইল কার্যকর করার সময় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।এবং মাঝে মাঝে তিনি চেয়ারে বসতেন যদি সেটা গৌরপদের শারীরিক অবস্থা হত, তাহলে এটা অবিশ্বাস্য যে তিনি রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়েছিলেন এবং উইল নিবন্ধনের সময় উপস্থিত ছিলেন।এটি পেশ করা হয় যে উইলের লেখক কখনও আসেননি এবং বয়ান দেন নি।প্রকৃতপক্ষে, নির্বাহক তার সাক্ষ্যে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি উইলটি প্রমাণ করার জন্য লেখককে হাজির করবেন না।প্রমাণকারী সাক্ষীদের সাক্ষ্য ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে দেখা যায় যে, প্রমাণকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজন, শ্রী তিনকারি গন যিনি নিজেকে একজন আইন কেরানি বলে দাবি করেন, নির্বাহকের পরিচিত ছিলেন।শ্রী গৌরপদ দাবি

করেন যে তিনি ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই বর্ধমানের সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর হলফনামায় তিনি কখনও উল্লেখ করেননি যে উইলটি ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই উক্ত রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল।উইলের নিবন্ধনের বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

6. বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, উইল সম্পাদনকারীর দুর্বল শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে একজন আশা করতে পারেন যে নির্বাহক সাক্ষ্য পেশ করবেন যে উইলটি কার্যকর করার সময় তাঁর মানসিক ক্ষমতা ভাল ছিল এবং তিনি যে মনোভাব তৈরি করতে চেয়েছিলেন তা নির্ধারণ করার মতো অবস্থানে ছিলেন।উইলটি দেখাবে না যে , প্রত্যয়িতকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজনের স্বতঃপ্রদত্ত বক্তব্য উইলের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে উপস্থিত থাকার পরিবর্তে প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী বা লেখক উইলটি পড়েছিলেন বা উইলকারীকে ব্যাখ্যা করেছিলেন কৌতূহলজনক যে, সাক্ষ্যদাতা সাক্ষীদের মধ্যে একজন এই মর্মে সমর্থন করেছেন যে, বৈঠকে উইল সম্পাদনকারী সুস্থ ছিলেন এবং উক্ত উইলটিতে উল্লিখিত পক্ষগুলির উপস্থিতিতে স্বাধীনভাবে উক্ত উইলটি কার্যকর করেছিলেন।উইল সম্পাদনকারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নির্বাহকের দায়িত্ব হল এটি প্রতিষ্ঠিত করা যে উইল সম্পাদনকারী তার স্বাক্ষর করার আগে উইলের বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছিলেন।উপরন্তু, প্রতিটি পৃষ্ঠার কোণের ডানদিকে উইল সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর প্রদর্শিত হয় কিন্তু সেই অংশে নয় যেখানে উইলের বিষয়বস্তু শেষ হয়।তিনকড়ি, একজন সত্যায়িত সাক্ষী তাঁর জেরা চলাকালীন স্বীকার করেছেন যে, ১৯৮৩ সালের ১লা বা ২রা এপ্রিল বা তার কাছাকাছি সময়ে উইলকারী তাঁকে প্রথমবার উইল কার্যকর করার অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, তবে মূলত তিনি বলেছেন যে, উইলকারী উইল কার্যকর করার তারিখের দু 'দিন আগে তিনি উইল পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।তিনকড়ি অশোকের উকিলের কেরানি ছিলেন।

7.শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন যে সত্যায়িত সাক্ষী তিনকড়ি এবং সুভাষ উভয়েই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই তারা যখন যথাক্রমে উইলকারীর বাড়িতে এসেছিলেন তখন অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যা স্ববিরোধী, বিশেষত যখন তাদের মধ্যে কেউই দাবি করেননি যে তিনকড়ি এবং সুভাষ একসাথে এসেছিলেন। এটি পেশ করা হয়েছে যে সুভাষ তাঁর জেরার সময় বলেছেন যে উইলটি ১৯৮৩ সালের ৮ই জুলাই ১১টা থেকে ১১.৩০ p.m এর মধ্যে সুভাষ, গৌরপদ এবং সন্তোষ মিত্রের উপস্থিতিতে নিবন্ধিত হয়েছিল। তিনি তিনকড়ির নাম উল্লেখ করেননি।তবে, তিনকড়ি তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে নিবন্ধনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন।সন্তোষ, যিনি আপাতদৃষ্টিতে লেখক হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁকে হাজির করা হয়নি এবং তাঁর জেরা চলাকালীন নির্বাহক বলেছেন যে তিনি ্লেখককে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আনবেন না। উইলের কার্যকরকরণ এবং নিবন্ধনের বিষয়ে সত্যায়িত

সাক্ষীদের পরস্পরবিরোধী প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে উইলের নির্বাহককে এই ধরনের সন্দেহজনক পরিস্থিতি অপসারণ করতে হবে। কল্যাণ সিং বনাম ছোটি মামলা এআইআর ১৯৯০ এসসি ৩৯৬-এ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে উইলের কার্যকরকরণ এবং বৈধতার বিষয়টি কেবল প্রবক্তা দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করে নির্ধারণ করা যায় না যাতে সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা বিচার করা যায় এবং সাক্ষীদের থেকে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। প্রমাণের মাধ্যমে প্রকাশিত বা নথির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য আদালত মুক্ত থাকবে।পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য আদালতের কাছে পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতি এবং মামলার অন্তর্নিহিত অসম্ভবতা খতিয়ে দেখার জন্যও উন্মুক্ত থাকবে।

৪. বিজ্ঞ কৌঁসুলি পেশ করেছেন যে আদালতের মনে যে সমস্ত সম্ভাব্য সন্দেহ থাকতে পারে এবং তার বিবেককে বিদ্ধ করতে পারে এমন সমস্ত সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা নির্বাহকের দায়িত্ব।বিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেন যে, তাৎক্ষণিক মামলায় নির্বাহক নিম্নলিখিত সন্দেহজনক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

i. কেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম প্রোবেট কার্যধারাকে ডিফল্ট হিসাবে খারিজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন?

ii. তিনি কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যার ফলে তিনি পূর্ববর্তী প্রোবেট আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন?

iii. কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাঁকে ১০ বছর পর নতুন করে প্রোবেটের জন্য আবেদন করতে পরিচালিত করেছিল?

iv. বিশেষ করে যখন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের প্রমাণ পরস্পরবিরোধী ছিল, তখন কেন লেখককে পরীক্ষা করা হয়নি?

v. যে নথিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই নথির বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য কি উইলকারী সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন?

vi. রেজিস্ট্রি অফিসে উইলটি কখন নিবন্ধিত হয়েছিল-কোন তারিখ এবং কোন সময়?

9. এটি পেশ করা হয় যে উপরের পয়েন্টগুলিতে উপস্থাপকের পক্ষে সাক্ষীদের প্রমাণ অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী।সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলি মোটেও ব্যাখ্যা করা হয়নি।

10. শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে এবং বিষয়টির যে কোনও দৃষ্টিতে প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য দ্বিতীয় আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ।প্রায় ১০ বছর পর কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য দ্বিতীয় আবেদনটি দায়ের করা হয়।এটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।এটি পেশ করা হয় যে প্রথম প্রোবেট কার্যধারাটি বিলম্বের ব্যাখ্যা ছাড়াই ২০শে এপ্রিল, ১৯৯৫-এ ডিফল্টের জন্য খারিজ করা

হয়েছিল এবং দ্বিতীয় আবেদনটি ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫-এ দায়ের করা হয়েছিল।

মূল হলফনামায় অশোক বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। এটি পেশ করা হয়েছে যে ২০০৮ (৮) এস. সি. সি ৪৬৩: (এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ২০৫৮)-এ রিপোর্ট করা কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর বনাম কিরণদীপ কৌর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত আবেদনটি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।এটি পেশ করা হয়েছে যে উক্ত প্রতিবেদনের ১৬ নং **অনুচ্ছেদে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট** স্পষ্টভাবে বলেছে **যে যদি প্রবেট কার্যধারা** ৩ বছরের মধ্যে দায়ের না করা হয় "যখন মামলা করার অধিকার জমা হয়" যা তাত্ক্ষণিক মামলায় ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯-এ অর্জিত হয়েছে, প্রবেট অনুদানের আবেদন সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ১৩৭ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে।এটি পেশ করা হয় যে ১৯৯৫ সালের ২০শে এপ্রিল ডিফল্টের জন্য প্রোবেট কার্যধারা খারিজ করার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এবং যখন প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য দ্বিতীয় আবেদন দায়ের করা হয়েছিল তখন এটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল।এটি পেশ করা হয় যে এই ধরনের বিলম্বের কারণে প্রত্যয়িত সাক্ষীদের মধ্যে একজন কমলা কান্ত নন্দীকে বিচারে হাজির করা যায়নি কারণ তিনি তদন্ত মঞ্জুর করার জন্য দ্বিতীয় আবেদন দাখিল করার আগে মারা গিয়েছিলেন।এটি পেশ করা হয় যে এই জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রবেট মঞ্জুর করার অনুমতি দেওয়া পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং তার মৃত বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে আপিলকারীর মূল্যবান অধিকারকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে।

11. বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রমা প্রসাদ সরকার বলেছেন যে আপিলকারী মাননীয় বিচার আদালতের সামনে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি গ্রহণ করেননি এবং এই বিষয়ে বিচার আদালত কোনও সমস্যা তৈরি করেনি।আপিলকারী প্রবেট কার্যধারা হারানোর পর হতাশার কারণে বরখাস্তের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।যেহেতু ডিফল্ট হিসাবে আবেদন খারিজ হওয়ার পরে আবেদনটি দাখিল করতে না পারার কারণ সম্পর্কে নির্বাহককে কোনও প্রমাণ পেশ করতে বলা হয়নি, তাই এই পর্যায়ে আপিলের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রথমবার উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হলে তা অন্যায্য হবে।

এটি পেশ করা হয় যে ট্রায়াল কোর্টের সামনে এই জাতীয় বিষয়টি উত্থাপন না করে এটি অনুমান করতে হবে যে আপিলকারী পূর্ববর্তী প্রোবেট কার্যধারা বিলম্ব বা বরখাস্তের ভিত্তিতে প্রোবেট কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সিরিয়াস ছিলেন না।

12. মিঃ সরকার আরও পেশ করেছেন যে ডিফল্টের জন্য প্রোবেটের আবেদন খারিজ করা নির্বাহককে উক্ত উইলের প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য অন্য আবেদন দায়ের করতে বাধা দেবে না।এই ধরনের আবেদন করার জন্য আইনে কোনও সীমাবদ্ধতা নির্ধারিত নেই।অতএব নির্বাহকের দ্বিতীয় আবেদন জমা দেওয়ার জন্য কোনও বাধা নেই।যেহেতু

কার্যধারার জন্য কোনও পদক্ষেপের কারণ নেই, তাই প্রোবেটের জন্য আবেদন করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ ধারা প্রযোজ্য নয়।

13. পূর্ববর্তী কার্যধারা পুনরুদ্ধার না করে পূর্ববর্তী কার্যধারা খারিজ হওয়ার পরে, কোনও নতুন কার্যধারা চলতে পারে না এই যুক্তিটিও আইনের সঠিক অবস্থান নয়, যা বিমলা কান্ত সেনগুপ্ত বনাম সরোজিনী কোনার-এর ক্ষেত্রে এ. আই. আর ১৯৮৫ ক্যাল 275-এ **বর্ণিত সিদ্ধান্তের উপর রেফারেন্স** করা হয়েছে। বিনীতভাবে বলা হয়েছে যে, কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট "কখন আবেদনের অধিকার প্রাপ্য হয়" এই প্রশ্নটি বিবেচনা করেনি। এই মাননীয় আদালতের মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, প্রবেট সংক্রান্ত আবেদনে কার্যধারার জন্য কোনও কারণ বা কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।উপস্থাপককে এমন একজন বাদী হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যিনি কোনও পদক্ষেপের কারণে মামলা করেন।

14. সুপ্রিম কোর্ট, কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর (এ. আই. আর ২০০৮ **এস. সি ২০৫৮) মামলায়** (সুপ্রা) এ. আই. আর ১৯৮৩ বম্ব ২৬৮-এ বোম্বে হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের **রায় বিবেচনা করে বলেছে** যে ১৬ (সি) অনুচ্ছেদে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা আইনের সঠিক অবস্থানঃ_

16 (সি) এই ধরনের আবেদন একটি উইল দ্বারা তৈরি আইনি দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতির জন্য বা একটি টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ, যদি তৈরি করা হয় তবে তা কার্যকর করা বাকি থাকে।

15. মিঃ সরকার বলেন যে, উইলের যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়ে উপস্থাপক এবং সত্যায়িত সাক্ষীদের দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষ্য থেকে আদালতের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে সীমাবদ্ধতার আবেদন উত্থাপিত হয়েছে।এটি পেশ করা হয়েছে যে দুজন প্রত্যয়িত সাক্ষী ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (সি) ধারা অনুসারে উইলটি প্রমাণ করেছেন। আইনে উইল প্রমাণ করার জন্য লেখককে পরীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

উপরন্তু, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ছোটখাটো অসঙ্গতি এবং/অথবা গাণিতিক নিশ্চয়তা বর্ণিত উইলের বাস্তবায়নের বিরোধিতা করতে পারে না যা শ্রীমতী প্রণতি ঘোষ বনাম শ্রী অনিল কুমার ঘোষ ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২৭৩৬ মামলায় রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর. অনলাইন ২০২২ ক্যাল ১২২) (অনুচ্ছেদ ৭,৮,১৪,৩৯ **এবং ৪১)।**

16. আবেদনকারী তাঁর সাক্ষ্যে বিশেষভাবে বলেছেন যে তিনি পূর্ববর্তী উইলটি দেখেননি এবং তাই উক্ত উইলটি কার্যকর করার বিষয়ে তাঁর সমস্ত প্রতিরক্ষা অনুমানমূলক ছিল।মিঃ সরকার পেপারবুকের ৮২ থেকে ৮৮ পৃষ্ঠা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে আপিলকারী বিচার আদালতের সামনে তার পরীক্ষায় স্বীকার করেছেন যে উইল দ্বারা

তাকে যে সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল তার অধিকারী তিনি।উইলকারী বিভিন্ন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং উইল কার্যকর করার সময় তাঁর দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছিলেন।আপিলকারী যেহেতু বড় ভাই, তাই তিনি একসঙ্গে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হননি।এটি পেশ করা হয় যে যদি নির্বাহকের কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকত এবং উইলটি একটি নির্মিত দস্তাবেজ বলে দাবি করা হত তবে আপিলকারীকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা স্বাভাবিক পরিণতি হত।আপিলকারী উইলের বিষয়বস্তু স্বীকার করেছেন কিন্তু তিনি কেবল সন্দেহজনক পরিস্থিতির অভিযোগ করেছেন যা প্রমাণকারী সাক্ষীদের জবানবন্দির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে সরানো হয়েছে যারা উক্ত উইলটি কার্যকর করার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

এটি পেশ করা হয়েছে যে বিলম্বের কারণে তিনি কমলা কান্ত নন্দী নামে একজনকে হাজির করতে পারেননি যে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিত, এই অভিযোগ অপ্রাসঙ্গিক কারণ আবেদনকারীর দায়ের করা হলফনামায় নাম থাকা অন্য ব্যক্তি বিদ্যুৎ তাহ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর মামলা সমর্থন করার জন্য আবেদনকারীর সাক্ষী হিসাবে বিদ্যুৎ তাহকে হাজির না করার জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।অভিযুক্ত পরীক্ষকের অসুস্থতারও কোনও প্রভাব নেই কারণ প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পরীক্ষক একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থানে ছিলেন এবং পরীক্ষকের সাথে পরামর্শ করে লেখক উইলের খসড়া তৈরি করার পরে প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা উইলটিতে স্বাক্ষর করেছেন।আবেদনকারী উইল কার্যকর করার সময় কোনও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ জমা দিয়ে উইলকারীর অসুস্থতা প্রমাণ করতে পারেননি।

17. উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে আমাদের উপস্থাপকের পক্ষে প্রোবেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বিবেচনা করতে হবে।লেখক এবং অন্যান্য সত্যায়িত সাক্ষীরা অশোকের পরিচিত। সত্যায়িত সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যে বলেছেন যে উইল কার্যকর করার আগে তারা অশোককে চিনতেন।তিনকড়ি তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে সন্তোষ কুমার মিত্র ছিলেন লেখক এবং উইলটিতে সন্তোষ কুমার মিত্রের স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছেন।উইলের লেখক সন্তোষ কুমার মিত্র ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় গৌরপদর বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন।উইল কার্যকর করার দু 'দিন আগে গৌরপদ তিনকড়িকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি আগের উইলটি পরিবর্তন করতে চান এবং একটি নতুন উইল কার্যকর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যার জন্য তিনি সন্তোষ কুমার মিত্রকে অবহিত করেছিলেন।সন্তোষ এবং তিনকড়ি একে অপরকে পেশাগতভাবে চিনতেন।তিনকড়ির গৌরপদর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল কারণ তিনি এবং তাঁর পুত্র অশোক যে উকিলের চেম্বারে কাজ করতেন সেখানে যেতেন।তিনকড়ি বিশেষভাবে বলেছেন যে উইল প্রস্তুতির সময় গৌরপদ কিছু সম্পত্তির অধিকার এবং অন্যান্য নথির কিছু রেকর্ড দেখিয়েছিলেন এবং এই নথিগুলি বিবেচনা করে তাঁর নির্দেশে সন্তোষ কুমার

মিত্র সুভাষ, দীপক সিং এবং তিনকড়ির উপস্থিতিতে উইল প্রস্তুত করেছিলেন।গৌরপদ উইলটি লেখার পর তা তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষরিত হয়নি।গৌরপদ উইলটি পড়েন এবং তারপরে তিনি পূর্ববর্তী উইলটি এবং উইলটিতে যে দস্তাবেজগুলির উল্লেখ করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে নেন।এর পরেই উইলের বিষয়বস্তু নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে উইলকারী স্বাক্ষর করেন। তিনকড়ি বলেছেন যে গৌরপদ উইলের ডানদিকের উপরের কোণের সমস্ত পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছিলেন এবং এটি লেখার পরে তিনি বাংলায় এই মর্মে সমর্থন করেছিলেন যে সমস্ত সত্যায়িত সাক্ষীরা উইলকারীকে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা ও ইচ্ছার ভিত্তিতে উইলের উপর স্বাক্ষর করতে দেখেছেন এবং উভয় সাক্ষীই একে অপরকে উইলকারীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করতে দেখেছেন।তিনকড়ি আরও বলেছিলেন যে দীপক তৃতীয় সাক্ষী হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর করেছেন।সমস্ত প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা স্বাক্ষর করার পর মূল উইলটি গৌরপদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং তাঁর হেফাজতে রাখা হয়।তাঁর জেরায় তিনি বাংলায় করা অনুমোদনের কারণগুলি স্পষ্ট করে বলেছেন যে উইলকারী তাঁর নিজের ইচ্ছায় স্বাক্ষর করেছিলেন কারণ সমস্ত প্রত্যয়িত সাক্ষী উইলটিতে এই ধরনের অনুমোদন করতে চেয়েছিলেন।তিনি বলেছিলেন যে উইলকারীর উভয় পুত্র গুরুপদ এবং অশোক ব্যবসায়ী।গুরুপদ তাঁর পরিবহণের ব্যবসা করেন এবং অশোক টায়ারের ব্যবসা করেন।তাঁর উপস্থিতিতে উইলের খসড়া তৈরি করা হয়।তিনি যখন উইলকারীর বাড়িতে পৌঁছন, তখন তিনি দেখতে পান যে উইলটিতে উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তিরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।উইলটি লেখককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এই নির্দেশের ভিত্তিতে দলিল লেখক উইলটি পড়েন।দলিল লেখক উইলটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় নিয়েছিলেন।তিনি পূর্ববর্তী উইলটি দেখেছিলেন যা ১৯৬৪ সালের কোন সময়ে উইলকারী দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল।দ্বিতীয় প্রত্যয়িত সাক্ষী সুভাষও তাঁর উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করেন।গৌরপদ একটি চশমা পরেছিলেন এবং তিনি যে উইলটি পড়েছিলেন তার বিষয়বস্তু পড়ার উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করেছিলেন তাই চশমা পরেছিলেন।তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে গৌরপদ তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং নড়াচড়া করতে অক্ষম ছিলেন।

তিনি স্বীকার করেন যে তিনি অশোককে পাঁচ বছর ধরে চিনতেন।

18. দ্বিতীয় প্রত্যয়িত সাক্ষী সুভাষ উইলের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে তিনকড়ির বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।তিনি আরও বলেছিলেন যে, উইলকারী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ১৯৬৪ সালে পূর্ববর্তী উইলটি কার্যকর করেছিলেন।সন্তোষ তার কাছে পরিচিত ছিলেন কারণ তিনি গৌরপদের পুত্র গুরুপদ ও অশোককে প্রশিক্ষণ দিতেন।গৌরপদর অনুরোধে ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় তিনি গৌরপদর বাড়িতে পৌঁছন এবং তাঁর বাড়িতে তিনকড়ি, সন্তোষ ও দীপককে দেখতে পান।তিনি আরও বলেছিলেন যে উইল প্রস্তুত করার আগে কিছু সম্পত্তির কিছু রেকর্ড এবং দস্তাবেজের দেখা হয়েছিল।উইল

প্রস্তুতির সময় সন্তোষকে সেই দস্তাবেজগুলি দেওয়া হয়েছিল।উইল লেখার আগে উইলটিতে উল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী উইলটি উপস্থাপিত হয়েছিল গৌরপদর সন্তোষের কাছে পূর্ববর্তী উইলটি হস্তান্তর করেছিলেন এবং তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে ও নির্দেশ অনুসারে উইলটি লিখেছিলেন এবং উইল প্রস্তুত করার সময় তিনি পূর্ববর্তী উইলটি দেখেছিলেন এবং তারপরে লেখক সন্তোষের সামনে উপস্থাপিত কিছু দস্তাবেজের বিষয়ে সম্পত্তির উল্লেখ লিখেছিলেন। উইল প্রস্তুত হওয়ার পরে এটি গৌরপদের কাছে হস্তান্তর করা হয় যিনি এটি পড়েন এবং তারপরে পূর্ববর্তী উইল এবং উইলটিতে যে দস্তাবেজগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে নেন এবং তারপরে তিনি উক্ত উইলের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে তাঁর স্বাক্ষর রাখেন।সুভাষ, অন্য প্রত্যয়িত সাক্ষী, বলেছেন যে তিনি পক্ষগুলির আবাসিক বাড়িতে ঘন ঘন পরিদর্শন করতেন এবং আবেদনকারীকেও জানতেন।তিনি বিভিন্ন পৃষ্ঠায় গৌরপদের স্বাক্ষরকেও সমর্থন করেছিলেন।তিনি উইলের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উইলকারীর স্বাক্ষর সম্পর্কিত তিনকড়ির প্রমাণকেও সমর্থন করেছিলেন।তার জেরায় তিনি বলেছেন যে তিনি উইলকারীর কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়েছিলেন এবং তিনি পৌঁছানোর পরে তাকে তার উপস্থিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল।তিনি আরও বলেছিলেন যে উইল প্রস্তুত করতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লেগেছিল।উইল প্রস্তুত হওয়ার পর গৌরপদ তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষর করেননি।তিনি উইলের বিষয়বস্তু পড়েন এবং তারপরে কেবল তাঁর স্বাক্ষর রাখেন।প্রথমে গৌরপদ উইলের সব পাতায় তাঁর স্বাক্ষর রাখেন।তাঁর স্বাক্ষর শেষ হওয়ার পর তিনকড়ি প্রথম প্রত্যয়নকারী সাক্ষী হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর করেন এবং তারপরে অন্যান্য সাক্ষীরা তাদের স্বাক্ষর করেন।নিবন্ধনের তারিখে তিনি গৌরপদর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।তিনি তিনকড়িকে চিনতেন।তবে, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে গৌরপদ ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন।উইল কার্যকর করার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯১ বছর, তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী ছিলেন কিন্তু কখনও কখনও তিনি চেয়ারে বসতেন।তার পা ভেঙে গিয়েছিল।তবে, তিনি তাঁর নড়াচড়া হারাননি।তিনি বলেছেন যে দীপক অশোকের পরিচিত ব্যক্তিগত শিক্ষক ছিলেন।ব্যক্তিগত শিক্ষক হিসেবেও তিনি প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের বাড়িতে যেতেন।তিনি বলেছিলেন যে অশোক ও গুরুপদ আলাদা থাকতেন কিন্তু অশোক কখন গুরুপ্রসাদ এর থেকে আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন তাঁর মনে নেই।

19. গুরুপদ তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, মৃত্যুর সময় উইলকারীর বয়স ছিল ৯১ বছর।১৯৭০ সাল থেকে তিনি ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন যার জন্য তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।তাঁর চোখ ও কিডনিতে সমস্যা ছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি ফিমার ফ্র্যাকচারে ভুগছিলেন।দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি।গুরুপদ তাঁর বাবার যত্ন নিতেন এবং তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা দেখাশোনা করতেন।তিনি তাঁকে ভালবাসতেন এবং স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহের কারণে আগে তিনি তাঁর দুই পুত্রের অনুকূলে

বাসস্থানটি উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়েছিলেন।প্রত্যয়িত সাক্ষীরা সকলেই তাঁর ভাই অশোকের কাছে পরিচিত এবং তাদের সহযোগিতায় এই উইলটি তৈরি করা হয়েছে।প্রাসঙ্গিক সময়ে তাঁর পিতা গৌরপদের এই উইল বাস্তবায়নের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ও সক্ষমতা ছিল না।উক্ত উইল তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা এবং ইচ্ছার ফল হতে পারে না।পূর্ববর্তী কার্যধারাটি পরিত্যাগ করা হয়েছিল কারণ তাঁর ভাই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি উইলের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এবং গৌরপদের পক্ষে উক্ত উইলে কমলা কান্ত এবং বিদ্যুৎ এর বয়ান প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন না।তাঁর জেরায় তিনি বলেছেন যে ১৯৭০ থেকে৮৪ সাল পর্যন্ত তাঁর বাবা যে রোগে ভুগছেন তা দেখানোর জন্য তিনি কোনও মেডিকেল দস্তাবেজ দাখিল করেননি। ১৯৭১ সাল থেকে তিনি পরিবহণ ব্যবসা শুরু করেন।১৯৭০ সালে তাঁর বাবার বয়স হবে প্রায় ৬৪ থেকে ৬৫ বছর।তিনি স্বীকার করেন যে তাঁর বাবা ১৯৬৪ সালে কোন সময় উইলটি কার্যকর করেছিলেন এবং এটি তাঁর নিজের ইচ্ছায় কার্যকর করা হয়েছিল।তিনি মৌজা চাগ্রামে অবস্থিত প্রায় ১.৬১ একর জমির অবস্থানে রয়েছেন।২০০৪ সালে তিনি তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন, তাঁর বাবার দ্বারা তাঁর ভাই অশোকের পক্ষে উপহার দেওয়ার অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।চাগ্রামে প্রবেট স্যুট জমি তাঁর বাবা তাঁকে বরাদ্দ করেছেন কিনা এবং সেই ভিত্তিতে তিনি উক্ত সম্পত্তির অধিকারে রয়েছেন কিনা তা তিনি বলতে পারেননি।

20. ২ নং উইল কার্যকর করার সময় উইলকারী শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং মানসিকভাবে দুর্বল ছিলেন বলে স্বীকৃত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উইল কার্যকর করার জন্য উইলকারীর মানসিক ক্ষমতা এবং শারীরিক সুস্থতা প্রতিষ্ঠা করা নির্বাহক এবং প্রত্যয়িত সাক্ষীদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল।এটা সম্ভব যে একজন ব্যক্তি শারীরিকভাবে অযোগ্য হলেও মানসিকভাবে সতর্ক থাকতে পারেন।

21. তাত্ক্ষণিক মামলায় সাক্ষ্য প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজন, সুভাষ সামন্তের বয়ান স্পষ্টভাবে দেখায় যে তিনি পুরোপুরি বিছানায় শুয়ে ছিলেন এবং কখনও কখনও বসে থাকতেন।তাঁর পায়ে ভেঙ্গে যাওয়ার চোট ছিল।ক্যাভিয়েটর হলেন উইলকারীর পুত্র।তিনি আরও বলেছেন যে বিতর্কিত উইলটি কার্যকর করার সময় তাঁর বাবার পায়ের হাড় ভেঙে যায়। এটি একটি গুরুতর আঘাত হিসাবে বিবেচিত হয় যার জন্য অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এবং ভাঙা ফিমার নিরাময়ে মাসাধিক সময় লাগতে পারে। এমন কোনও প্রমাণ নেই যে উইলটি নিবন্ধিত হওয়ার সময় উইলকারী এটি থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তার বাড়ি থেকে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে পারতেন ।উইলটি কমিশন করার সময় উইলকারীর বাড়িতে নিবন্ধিত হওয়ার কোনও প্রমাণ নেই, যখন শারীরিক অক্ষমতা সহ একাধিক অসুস্থতার কোনও প্রজন্ম নিবন্ধিত উইল কার্যকর করেছে বলে মনে করা হয় না, তখন এটি স্বাভাবিক পদক্ষেপ হত।নিবন্ধিত ইচ্ছাপত্রে কোনও অনুমোদন নেই যে উপ-নিবন্ধক উইলের বিষয়বস্তু উইলকারীর কাছে ব্যাখ্যা

করেছেন।এটি সত্য যে উইলটিতে একটি বক্তব্য রয়েছে যে উইলকারী সুস্থ মনে উইলটি কার্যকর করেছিলেন এবং উইলের শেষ পৃষ্ঠায় সেই প্রভাবকে সমর্থন করে তিনকড়ি তার ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।যে প্রচেষ্টা এবং আগ্রহ দিয়ে উইলকে সুস্থ স্বভাবের একটি বিষয় হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে তা এর ন্যায্যতা সম্পর্কে আরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।আপিলকারীকে একটি সম্পত্তি বরাদ্দ করা সত্ত্বেও যেখানে আপিলকারী আলাদাভাবে বসবাস করছেন এবং এই বিষয়টি সত্ত্বেও যে নির্বাহক তার বাবার সাথে বসবাস করছিলেন এবং তার যথাযথ যত্ন নিয়েছিলেন।ভাঙা পা বা ফিমার সহ কোনও ব্যক্তি উক্ত উইলের নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে পারতেন না।এটি অবিশ্বাস্য না হলেও অসম্ভব যে উইলকারী নিবন্ধনের জন্য এই জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে পারেন।আসলে সুভাষ সামন্ত বলেছেন যে তিনি রেজিস্ট্রি অফিসে তিনকড়িকে দেখেননি।উপরোক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে নির্বাহকের কিছু চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ বা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক ছিল যা দেখায় যে উইল কার্যকর করার সময় তাঁর বাবা শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে সতর্ক ছিলেন এবং নির্বাহকের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ছিলেন।উইলকারীর রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে নিজেকে দাঁড় করানোর এবং উপস্থিত হওয়ার শারীরিক ক্ষমতা ছিল কিনা তা নির্ধারণ করা নির্বাহকের দায়িত্ব।সমস্ত প্রত্যয়নকারী সাক্ষী এবং উইলে উল্লিখিত ব্যক্তিরা নির্বাহকের লোক।এটা সত্য যে, সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে একজন সুভাষ দুই ভাইয়েরই পরিচিত ছিলেন।নিঃসন্দেহে, উইল বাস্তবায়নে নির্বাহক একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন।এই ধরনের পরিস্থিতিতে লেখকের সাক্ষ্য অপরিহার্য ছিল।নির্বাহক বিচারের সময় উপলব্ধ থাকলেও লেখককে হাজির করতে অস্বীকার করেন। সাক্ষ্যের মাধ্যমে এটাও জানা গেছে যে নির্বাহকের চোখে সমস্যা ছিল।উইলকারীর স্বাক্ষরটি অস্থির বলে মনে হয় এবং এটি উইলকারীর দুর্বল স্বাস্থ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।উইল কার্যকর করার সময় উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ করা অন্যান্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষরের আগে উইলের শেষে উইলকারী তাঁর স্বাক্ষর রাখেননি।স্বাক্ষরগুলি প্রতিটি পৃষ্ঠার নীচের অংশের পরিবর্তে উইলের ডানদিকের কোণে থাকে এবং উইলটি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নয় কারণ সাধারণত কোনও পৃষ্ঠার কোণে স্বাক্ষর করা হয় যখন এটি আদালতের কার্যক্রমে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে করা হয়। এছাড়াও, উইলকারী উইলটিতে স্বাক্ষর করতে সক্ষম ছিলেন এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে বিচারের সময় স্বীকৃত করা হয়েছিল।আপিলকারীর ছানি ছিল এবং তিনি চশমা পরেছিলেন।৯১ বছর বয়সে উইলকারীর চোখের অবস্থা কী ছিল তার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করা উচিত ছিল।সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী একজন ব্যক্তি সম্ভবত তার সমস্ত প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা হারিয়ে ফেলবে।

22. উইল হল একটি প্রতিশ্রুতি, ইচ্ছা, প্রবণতা এবং ভবিষ্যতে সুবিধাভোগীর পক্ষে সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার অভিপ্রায়।

23. যখন উইল তৈরি করা হয়, তখন আইনের প্রয়োজন হয় যে উইল প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়ার সময় এবং উইল কার্যকর করার সময় উভয় সময়েই সুস্থ মন থাকা উচিত, তবে এটি প্রদর্শিত হবে যে উইলটি নির্দেশাবলী অনুসারে প্রস্তুত হয়েছে। যেহেতু উইলকারী সুস্থ মনের ছিলেন, এটি যথেষ্ট যে, যখন তিনি এটি কার্যকর করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে তাকে একটি উইল কার্যকর করতে বলা হচ্ছে, সেই নির্দেশাবলী অনুসরণ করে একটি নথি বৈধ থাকবে। ধারণা করা হয় যে, উইল করার সময় উইলকারী বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু যদি তাঁর উন্মাদতা বা মানসিক অক্ষমতার প্রশ্নটির বিরোধিতা করা হয়, তবে প্রাথমিক দায়িত্ব হল উপস্থাপকের উপর তা প্রমাণ করা যে উইলকারী সুস্থ মনের ছিলেন এবং উইল করার সময় তাঁর প্রয়োজনীয় মানসিক ক্ষমতা ছিল।যদিও সমস্ত প্রমাণের একটি সতর্ক পরীক্ষা অবশ্যই থাকতে হবে, আদালত যদি মনে করে যে প্রোবেট মঞ্জুর পরাভুত করার জন্য যথেষ্ট সন্দেহ নেই, তবে মঞ্জুর অবশ্যই দেওয়া উচিত। আইনে মানসিক ক্ষমতা এবং সুস্থ মনের সম্পূর্ণ প্রমাণের প্রয়োজন নেই বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরেও প্রমাণের প্রয়োজন নেই (দেখুন ওয়েলেসলি বনাম ভেরে (১৮৪১) ২ কোর্ট ৯১৭, রে ফ্লিন, ফ্লিন বনাম ফ্লিন ১৯৮২ (১) অল ইআর ৮৮২ ৮৯০ তে। (ক্ল্যান্সি বনাম ক্ল্যাঙ্ক (২০০৩) ইডব্লিউএইচসি ১৮৮৫ (সিএইচ), এবং রিঃ পেরিনস বনাম হল্যান্ড (২০০৯) ইডব্লিউএইচসি ২০২৯ (সিএইচ) (ডাব্লুএলএলআর)।

24. আইনে বলা হয়েছে যে উইলের সময় উইলকারীর একটি নিষ্পত্তিকারী মন থাকবে যাতে তিনি বোঝাপড়া এবং যুক্তির সাথে তার সম্পত্তির নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হন।

25. ২০০৭ (১১) এস. সি. সি ৬২১-এ বর্ণিত সাবিত্রী ও অন্যান্য বনাম কার্তিয়ানি আম্মা ও অন্যান্য-এ উইল কার্যকর করার ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে স্পষ্টভাবে আলোচনা হয়েছেঃ(এ. আই. আর ২০০৮ **এস. সি ৩০০) ১৯** থেকে ২০ অনুচ্ছেদে।উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি নীচে পুনঃ উৎপাদন করা হয়েছেঃ

"১৯.নিরঞ্জন উমেশচন্দ্র যোশী বনাম মৃদুলা জ্যোতি রাও এবং অন্যান্য (এ. আই. আর **২০০৭ এস. সি ৬১৪),** মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

32. ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৩ নং ধারায় একটি অননুমোদিত উইল কার্যকর করার ধরণ এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।আইনের ধারা ৬৮ দস্তাবেজ সম্পাদনের প্রমাণ প্রত্যয়িত করার ধরণ এবং পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে।দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে উইলের কার্যকরকরণ অবশ্যই কমপক্ষে একজন প্রত্যয়িত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে, যদি কোনও প্রত্যয়িত সাক্ষী আদালতের প্রক্রিয়া সাপেক্ষে জীবিত থাকে এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হয়। একটি উইল হ 'ল প্রাথমিক সাক্ষ্য হিসাবে যাকে বলা হয় তা প্রমাণ করা,

যেখানে গৌণ সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যান্য দস্তাবেজের বিপরীতে, এই আইনের অধীনে অন্য কোনও দস্তাবেজের কার্যকরকরণের প্রমাণ যথেষ্ট হবে না কারণ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, উইল সম্পাদনা অবশ্যই অন্তত একজন প্রত্যয়িত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।প্রত্যয়ন করার সময়, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর পক্ষ থেকে অবশ্যই একটি বিপরীত মনোভাবাপন্ন প্রত্যয়ন থাকতে হবে, যার অর্থ, তাকে অবশ্যই প্রত্যয়ন করার ইচ্ছা রাখতে হবে এবং এই বিষয়ে বাহ্যিক প্রমাণ গ্রহণযোগ্য।

33. উইলটি বৈধভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং এটি একটি প্রকৃত দস্তাবেজ তার প্রমাণের ভার উপস্থাপকের উপর থাকে।উপস্থাপককে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে, উইলকারী উইলটিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং তিনি মনের একটি সুস্থ স্বভাব থাকা অবস্থায় নিজের স্বাধীন ইচ্ছা থেকে স্বাক্ষর করেছেন এবং এর প্রকৃতি ও প্রভাব বুঝতে পেরেছেন।

যদি এই বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হয়, তবে উপস্থাপকের দায়িত্ব বাতিল করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।তবে, কোনও প্রমাণের ভার থাকলে পর্যাপ্ত তা দৃঢ় সাক্ষ্য উপস্থাপন করে সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব আবেদনকারীর উপর থাকবে।উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে, যদি তার মন খুব দুর্বল এবং অক্ষম বলে মনে হয় তবে কেবল একজন উইলকারীর স্বাক্ষর তার কার্যকারিতাকে প্রমাণ করবে না।যাইহোক, যদি জালিয়াতি, বলপ্রয়োগ বা অযৌক্তিক প্রভাবের প্রতিরক্ষা উত্থাপিত হয়, তবে তার ভার ক্যাভিয়েটরের উপর থাকবে।উপরের বিষয় সাপেক্ষে মধুর ডি. শেন্ডে বনাম তারাবাই শেডেজ (এ. আই. আর ২০০২ এস. সি ৬৩৭) এবং শ্রীদেবী এবং অন্যান্য বনাম জয়রাজা শেট্টি এবং অন্যান্য (এ. আই. আর. ২০০৫ এস. সি. ৭৮০) দেখতে হবে যেখানে, উইলের প্রমাণ সাধারণত অন্য কোনও দস্তাবেজের প্রমাণের থেকে আলাদা নয়।

২০. এর মধ্যে, এই আদালত এইচ ভেঙ্কটাচালা আয়েঙ্গার (এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৪৪৩) (সুপ্রা) মামলায় **এই আদালতের সিদ্ধান্তকেও বিবেচনা** করে, যেখানে সন্দেহজনক পরিস্থিতির অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়েছিলঃ

34. (1) উইলের উপর স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও যখন উইলকারীর মনের অবস্থা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ তৈরি হয়;

(ii) যখন প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির আলোকে স্বভাবটি অস্বাভাবিক বা সম্পূর্ণ অন্যায্য বলে মনে হয়;

(iii) যেখানে উপস্থাপক নিজেই উইল কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন যা তাকে যথেষ্ট সুবিধা প্রদান করে।(গুরুত্ব আরোপিত)

26. এটি সাধারণ আইন যে উইলটি স্বেচ্ছায় কার্যকর করা হয়েছে, উইলকারী উইলটিতে

স্বাক্ষর করেছেন এবং নিজের সুস্থ মনে স্বাধীন ইচ্ছায় স্বাক্ষর করেছেন, , এর প্রকৃতি ও প্রভাব বুঝতে পেরেছেন এবং উইলটি একটি প্রকৃত নথি তা প্রমাণ করার ভার উপস্থাপকের উপর রয়েছে।যদি উপস্থাপক এই বিষয়ে যথেষ্ট দৃঢ় প্রমাণ নথিভুক্ত করতে এবং সমস্ত সন্দেহ দূর করতে সফল হয় তবে তার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

27. আরএম-এ। আক। পি. কান্নাম্মাল আচি এবং অন্যান্য, বনাম এ. এন. নারায়ণন চেট্টিয়ার (1970) 1 এমএলজে 252-এ রিপোর্ট করেছেনঃ (এ. আই. আর. এন. লাইন 1968 ম্যাড 3) এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে "উইলের প্রবক্তার উপর ভার হল এটি দেখানো যে উইলকারী তার সঠিক মনে এবং মানসিক ক্ষমতা নিষ্পত্তির সাথে উইলটি কার্যকর করেছে, সফল হওয়ার জন্য এবং উইলটি বের করে দেওয়ার জন্য ক্যাভিয়েটরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে উইলটি অযৌক্তিক প্রভাবের অধীনে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এই সম্পর্কিত প্রমাণ অবশ্যই জোরপূর্বক বা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রভাব প্রয়োগের বলে হতে হবে। কেবল প্ররোচনা এবং দায়বদ্ধতা যা অযথা উইলকারীর ইচ্ছাকে অতিক্রম করে না তা অযৌক্তিক প্রভাব হবে না যা উইলকে কলুষিত করবে।(গুরুত্ব আরোপিত)

28. উইল বাস্তবায়নে জড়িত সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলি ব্যাখ্যা করা উপস্থাপকের সর্বাগ্রে কর্তব্য।উইলটিকে জাল বা অযৌক্তিক প্রভাব ইত্যাদি দ্বারা কলুষিত হিসাবে চ্যালেঞ্জ করে একটি ক্যাভিয়েট করা হলে এই দায় আরও বেড়ে যায়।এই নীতিগুলি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এইচ. ভেঙ্কটাচালা আয়েঙ্গার বনাম বি. এন. থিম্মাজাম্মা, ১৯৫৯ (সুপ) ১ এস সি আর ৪২৬ঃ এ আই আর ১৯৫৯ এস সি ৪৪৩ মামলায় যা রিপোর্ট করা হয়েছে তাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে।

29. এইচ. ভেঙ্কটাচালা আয়েঙ্গার (সুপ্রা) মামলায় আদালত উইলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে আলাদা করেছে, অন্য যে কোন দস্তাবেজের বিপরীতে যা নিম্নরূপঃ -

"১৮.যে পক্ষ উইলের প্রস্তাব দেয় বা অন্যথায় উইলের অধীনে দাবি করে সে কোনও সন্দেহ নেই যে একটি নথি প্রমাণ করতে চায় এবং এটি কীভাবে প্রমাণ করা হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, আমাদের অবশ্যই অনিবার্যভাবে বিধিবদ্ধ বিধানগুলি উল্লেখ করতে হবে যা নথির প্রমাণ পরিচালনা করে।সাক্ষ্য আইনের ৬৭ এবং ৬৮ ধারা এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক।ধারা 67-এর অধীনে, যদি কোনও নথিতে কোনও ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, তবে উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর অবশ্যই তার হাতের লেখায় তা প্রমান করতে হবে এবং আইনের ৪৫ ও ৪৭ নং ধারায় অধীনে এই ধরনের হাতের লেখা প্রমাণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের মতামত প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে।

৬৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যে নথির কার্যকারিতার প্রমানকে আইনানুযায়ী প্রত্যয়িত হতে হবে এবং এতে বলা হয়েছে যে, অন্তত একজন সাক্ষীকে তার সম্পাদন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে না ডাকা পর্যন্ত এই ধরনের নথিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।এই বিধানগুলি প্রয়োজনীয়তা এবং প্রমাণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে যা অবশ্যই আদালতে কোনও নথির উপর নির্ভরশীল পক্ষের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হতে হবে।একইভাবে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৫৯ এবং ৬৩ ধারাও প্রাসঙ্গিক।ধারা ৫৯-এ বলা হয়েছে যে, সুস্থ মনের প্রত্যেক ব্যক্তি, নাবালক না হয়ে, ইচ্ছামতো তার সম্পত্তি নিষ্পত্তি করতে পারে এবং এই ধারার তিনটি দৃষ্টান্ত নির্দেশ করে যে, এই প্রসঙ্গে "সুস্থ মনের ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটির অর্থ কী।৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, উইলকারী উইল স্বাক্ষর করবেন অথবা তার চিহ্ন উইলে রাখবেন অথবা তাতে অন্য কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন তাঁর উপস্থিতিতে এবং তাঁর নির্দেশে স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষর বা চিহ্ন এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মনে হবে যে, উইল হিসাবে লেখার উদ্দেশ্য ছিল।এই ধারায় আরও বলা হয়েছে, উইল দুই বা ততোধিক সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়ীত হতে হবে।সুতরাং, প্রশ্ন হল উপস্থাপকের দ্বারা প্রস্তুত উইল উইলকারীর শেষ উইল কিনা তা এই বিধানের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।উইলকারী কি উইলে সাক্ষর করেছিলেন ?তিনি কি উইলের মধ্যে বিষয়টির প্রকৃতি এবং প্রভাব বুঝতে পেরেছিলেন?তিনি কি উইলে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছিলেন, এটা জেনে যে তাতে কী রয়েছে?বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে যে এই প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্তই উইলের প্রমাণের প্রশ্নের উপর অনুসন্ধানের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।এটি প্রাথমিকভাবে সত্য যে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারা দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যয়িতকরনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত উইলটি অন্য যে কোনও নথির মতো প্রমাণ করতে হবে বলে বলা হবে।অন্যান্য নথির প্রমাণের ক্ষেত্রে যেমন উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে গাণিতিক নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ আশা করা অনর্থক হবে।প্রয়োগ করা পরীক্ষাটি এই জাতীয় বিষয়ে বিচক্ষণ মনের সন্তুষ্টির স্বাভাবিক পরীক্ষা হবে।(গুরুত্ব আরোপিত)

30. এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যে ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিতে একটি উইল প্রস্তুত করা হয় যা আদালতের সন্দেহ উত্থাপন করে যে এটি উইলকারীর মন প্রকাশ করে না, সেই ক্ষেত্রে যারা উইলটি উত্থাপন করে তারা সেই সন্দেহটি সরিয়ে দেয়।[গোরান্তলা তাতাইয়া বনাম ভেঙ্কটসুব্বাইয়া, এ আই আর ১৯৬৮ এসসি ১৩৩২-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ ইন্দু বালা বসু বনাম মণীন্দ্র চন্দ্র বসু, এ আই আর ১৯৮২ এসসি ১৩৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। মামলাগুলি দেখতে হবে।]

31. একটি উইল আইনের কাছে পরিচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজগুলির মধ্যে একটি।এর মাধ্যমে একজন মৃত ব্যক্তি জীবিতকে তার ইচ্ছা পূরণের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং যেহেতু এটি অসম্ভব যে তাকে তার স্বাক্ষর অস্বীকার করতে বা যে পরিস্থিতিতে এটি কার্যকর করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য ডাকা যেতে পারে, তাই বিশ্বাসযোগ্য হওয়া

অপরিহার্য এবং আইনের প্রয়োজনীয় রূপগুলির সাথে সম্মতি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর প্রমাণ দেওয়া উচিত। [রাম গোপাল লাল বনাম আইপনা কুনওয়ার, এ আই **আর ১৯২২ পি সি** ৩৬৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে]।যে কোনও ক্ষেত্রে উইলের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণের মান নির্ধারণ করা অসম্ভব বলে মনে হয়।সবকিছুই বিবেচনাধীন নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।(কেশেভ বনাম ভিথাল; এআইআর ১৯২৫ নাগ ৪২৭, পার ফাইন্ডলি ও সি জি)।

32. যখনই কোনও উইল এমন পরিস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয় যা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ উত্থাপন করে যে এটি উইলকারীর মন প্রকাশ করে না, আদালতকে তার পক্ষে রায় দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না সন্দেহটি সরিয়ে দেওয়া হয় টাইরেল বনাম.....পেনটন ১৮৯৪ (পি) ১৫১, ১৫৯ তে.

33. সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে যে সন্দেহটি কার্যকলাপের মধ্যে অন্তর্নিহিত। সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন যে উইলটি উইলকারীর মুক্ত এবং ন্যায্য মনের একটি ফল।

34. উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, কুনভেরজিত সিং (এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ২০৫৮) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবেট মঞ্জুরের আবেদনও সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ।প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য মূল আবেদনটি ১৯৮৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি **দায়ের করা হয়েছিল এবং** আবেদনকারী প্রোবেট মঞ্জুরের বিরোধিতা করে ক্যাভিয়েট সম্পর্কিত তাঁর হলফনামা দাখিল করার পরে ১৯৮৫ সালের ২০শে এপ্রিল এটি ডিফল্টের জন্য খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর ২০০৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রতিবাদী নং ১ দ্বারা প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য দ্বিতীয় আবেদন দাখিল করা হয়।কুনভেরজিৎ সিং (এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ২০৫৮) (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম **কোর্ট ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা** আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে প্রোবেটের জন্য আবেদন করার অধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছে।এটি বলা হয়েছিল যে উইলটিতে উল্লিখিত আইনী দায়িত্ব পালন এবং উইলকারীর নির্দেশ পালনের জন্য নির্বাহকের দ্বারা আদালতের অনুমতি চেয়ে প্রবেট এবং প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার জন্য একটি আবেদন কার্যকর রয়েছে।এবং একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা উইলকারীর মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে যতক্ষণ তা করার অধিকার বেঁচে থাকেএবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান বা ট্রাস্টের কোনও অংশ তৈরি করা হলে তা কার্যকর করা বাকি থাকে।প্রতিবেদনের ১৫ অনুচ্ছেদে, শীর্ষ আদালত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তার সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার করেছেঃ

"১৫.একইভাবে বাসুদেব দৌলতরাম সদরঙ্গানি বনাম সাজনি প্রেম লালওয়ানি এ. আই.

আর ১৯৮৩ বোম ২৬৮-এ বম্বে হাইকোর্টের মামলার একটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছিল।অনুচ্ছেদ **১৬ নিম্নরূপঃ**

১৬. মিঃ দলপাত্রাই-এর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে আমি আমার সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ এইভাবে করছিঃ

(a) সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে এমন কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি যার মধ্যে প্রোবেট, প্রশাসনের চিঠি বা উত্তরাধিকার শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে হবে;

(b) ধারণা করা যে অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে আবেদনের অধিকার মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে অপরিহার্যভাবে অর্জিত হয়, তা অযৌক্তিক;

(c) এই জাতীয় আবেদন উইল দ্বারা তৈরি কোনও আইনি দায়িত্ব পালন করার জন্য বা টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আদালতের অনুমতির জন্য এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ তৈরি করা হলে তা কার্যকর করা থাকে;

(d) আবেদন করার অধিকার তখনই অর্জিত হবে যখন আবেদন করার প্রয়োজন হবে যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে নাও হতে পারে।

(e) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৩ বছরের বেশি বিলম্ব সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে এবং যত বেশি বিলম্ব হবে, সন্দেহ তত বেশি হবে।

(f) এই ধরনের বিলম্ব অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে, তবে সীমাবদ্ধতার চরম নিষেধের সাথে তুলনা করা যাবে না; এবং

(g) একবার সম্পাদন এবং প্রত্যয়ন প্রমাণিত হলে, বিলম্বের সন্দেহ আর কাজ করে না।উপসংহার (বি) সঠিক নয় এবং উপসংহার (সি) আইনের সঠিক অবস্থান।

35. এইভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উপ-অনুচ্ছেদ (ডি) এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, আবেদনের অধিকার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা উল্লেখযোগ্যভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে উইলকারীর মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে উদ্ভূত নাও হতে পারে।প্রবেট অনুমোদন বা প্রশাসনের চিঠি প্রদানের আবেদন সীমাবদ্ধতা আইনের কোনও অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হয় না।

36. ২০২০ (১৭) এস. সি. সি ২৮৪: (এ. আই. আর ২০১৯ এস. সি ৪৯৪৮)-এ রিপোর্ট করা **রমেশ নিভ্রুতি ভাগবত বনাম** সুরেন্দ্র মানহোর পারাখে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পুনর্ব্যক্ত করেছে যে উত্তরাধিকার আইন প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য বা প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি প্রত্যাহার বা বাতিল করার জন্য আবেদন করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে না। সীমাবদ্ধতা আইনের অবশিষ্ট ১৩৭ অনুচ্ছেদে এমন কার্যধারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার জন্য আইনে কোনও সীমাবদ্ধতার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, যে তিন

বছরের সীমাবদ্ধতার জন্য প্রদানকারী এই ধরনের কার্যধারা পরিচালনা করবে। কুনভেরজিৎ সিং (সুপ্রা)-এ প্রকাশিত মতামতকে সমর্থন করে শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"১৩.এই বিষয়টি কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর বনাম কিরণদীপ কৌর এবং অন্যান্য, (২০০৮) ৮ এস. সি. সি ৪৬৩: (এ. আই. আর ২০০৮ **এস. সি ২০৫৮)-এ বিবেচনা** করা হয়েছিল।এই আদালত এই আবেদনটি খারিজ করে দেয় যে যেহেতু আইনটি প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার বিষয়ে কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে না, তাই কোনও সময়সীমা নেই।আদালত কেরল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ত্রিবান্দ্রম বনাম টি. পি. কুনহালিয়ামমা, (১৯৭৭) ১ এস. সি. আর ৯৯৬ঃ (এ. আই. আর. ১৯৭৭ এস. সি. ২৮২) - এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেঃ যা **সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮-এর ১৮১** অনুচ্ছেদের তুলনায় সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ১৩৭ অনুচ্ছেদে শব্দের সংমিশ্রণে পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ্য করেছে এবং বলেছে যে ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে বিবেচিত আবেদনগুলি ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ আবেদন নয়।১৯০৮ সালের পুরনো সীমাবদ্ধতা আইনে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আবেদন এবং অন্যান্য আবেদনের মধ্যে কোনও বিভাজন ছিল না, যেমন সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ তে ছিল।আদালত কেরালা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে (সুপ্রা) মামলায় রায় দিয়েছে যেঃ

"১৮..... অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে" অন্য কোনও প্রয়োগ "শব্দগুলিকে তৃতীয় বিভাগের প্রথম অংশে উল্লিখিত ব্যতীত দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে প্রয়োগ হিসাবে বলা যাবে না।অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে অন্য যে কোনও আবেদন পিটিশন বা যে কোনও আইনের অধীনে যে কোনও আবেদন হবে। তবে এটি আদালতে একটি আবেদন হতে হবে কারণ ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ৪ ও ৫ ধারায় আদালত বন্ধ থাকার সময় নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং যদি আবেদনকারী বা আপিলকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করেন যে এই সময়ের মধ্যে আপিল না করার বা আবেদন না করার জন্য তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল।

২২. আমরা যে উপসংহারে পৌঁছেছি তা হল যে কোনও আইনের অধীনে দেওয়ানি আদালতে দায়ের করা যে কোনও পিটিশন বা আবেদনের ক্ষেত্রে ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।এই প্রসঙ্গে আমরা আথানি পৌর পরিষদ মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্মানের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি এবং মনে করি যে ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সিভিল প্রসিডিউর কোড দ্বারা বা তার অধীনে বিবেচিত আবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

14. কেরল বিদ্যুৎ পর্ষদে (সুপ্রা) অনুপাত প্রয়োগ করে, আদালত, কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুরের (উপরে) মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

"১৩.পিটিশনের গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হল "আবেদনের অধিকার"।এই আদালত যা বলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রশাসনিক চিঠি প্রদানের আবেদনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৩৭ স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

হাইকোর্ট যেমন যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ধরনের কার্যধারায় আবেদনটি কেবল আদালতের কাছ থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য স্বীকৃতি চায় কারণ কার্যধারার প্রকৃতির কারণে এটি একটি অব্যাহত অধিকার।আদালত তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উইলকারীর মৃত্যুর তারিখে প্রোবেটের জন্য আবেদন করার অধিকার অর্জিত হয়।

15.সম্প্রতি, সমীর কাপুর এবং অন্য বনাম রাজ্য (সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট দক্ষিণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করণ), নয়াদিল্লি এবং অন্যান্য (এআইআর **২০১৯ এসসি ৩৩১৮) তে,** প্রসঙ্গটি কিছুটা আলাদা ছিল; একটি বিদেশী আদালত দ্বারা প্রোবেট জারি করা হয়েছিল।নির্বাহক ভারতীয় আদালতে (বর্তমান মামলার মতো) ধারা ২২৮-এর অধীনে প্রশাসনের চিঠি চেয়েছিলেন।আদালত সীমাবদ্ধতার আপত্তি নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রথমত লক্ষ্য করে যে, কুনভারজিৎ সিং খাদাপুর (উপরে) প্রথমে প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে রায় দিয়েছেন।প্রোবেট (বা প্রশাসনের চিঠি) মঞ্জুর এবং তার স্বীকৃতি থেকে একটি পার্থক্য তুলে ধরে, ধারা ২২৮ এর অধীনে, আদালত (সমীর কাপুরের (সুপ্রা)) মামলায় নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

১৭. এটি বলা যেতে পারে যে কোনও কার্যধারায়, বা অন্য কথায়, অনুদানের জন্য দায়ের করা আবেদনে আবেদনকারী কোনও অধিকার প্রয়োগ বা দাবি করেন না। আবেদনকারী শুধুমাত্র একটি দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতের স্বীকৃতি চান।একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক জারি করা প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠিগুলি বিশ্বজুড়ে আইনি চরিত্রের চূড়ান্ত প্রমাণ।

প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির অনুমোদনের জন্য দায়ের করা কার্যধারা আইনত কোনও পদক্ষেপ নয় বরং এটি সর্বজনীন একটি পদক্ষেপ।কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুরের (এ. আই. আর .২০০৮ এস. সি ২০৫৮) (সুপ্রা) মামলায় এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে,

১৫...."১৬.... (গ) উইল দ্বারা সৃষ্ট আইনি দায়িত্ব পালন বা টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আদালতের অনুমতির জন্য প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি প্রদানের আবেদন এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ তৈরি করা হলে তা কার্যকর করা থাকে।

16. লিনেট ফার্নান্ডেজ বনাম গার্টি ম্যাথিয়াস, (২০১৮) ১ এসসিসি ২৭১-এর সিদ্ধান্তঃ(এ. আই. আর ২০১৭ এস. **সি ৫৪৫৩), একটি প্রোবেট** বা প্রশাসনের চিঠি বাতিল করার আবেদনের জন্য প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার সময়কালের সুনির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে কাজ করে।এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৯. একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি উপযুক্ত আদালত দ্বারা মঞ্জুর করা প্রোবেট সর্বজনীন রায় হিসাবে কাজ করে এবং একবার উইলের প্রোবেট মঞ্জুর হয়ে গেলে, এই ধরনের প্রোবেট কেবল কার্যধারার পক্ষগুলির ক্ষেত্রেই নয়, বরং বিশ্বের

বিরুদ্ধেও কার্যকর। যদি প্রোবেট মঞ্জুর করা হয়, তবে প্রোবেট প্রত্যাহারের কার্যধারায় সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে প্রোবেট মঞ্জুরের তারিখ থেকে এটি কার্যকর হয়।এই বিষয়ে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আপিলকারী প্রোবেট মঞ্জুরের সময় নাবালক ছিলেন।তিনি ০৯.০৯.১৯৬৫ তারিখে সাবালকত্ব অর্জন করেন।তিনি ২৭.১০.১৯৬৫ তারিখে বিয়ে করেন।আমাদের বিবেচিত মতে, অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে নির্ধারিত তিন বছরের সীমাবদ্ধতা আপিলকারীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তির তারিখ থেকে চলে অর্থাৎ ০৯.০৯.১৯৬৫ তারিখ থেকে তিন বছর।আপিলকারী সাবালকত্ব অর্জনের ৩১ বছর পর পর্যন্ত কোনও কার্যধারা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেননি।সীমাবদ্ধতার মধ্যে কেন তিনি আদালতে যাননি তা দেখানোর জন্য আবেদনকারী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।পুনরাবৃত্তির মূল্যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উইলটি জালিয়াতি বা অযৌক্তিক প্রভাবের ফল ছিল তা প্রমাণ করার জন্য আপিলকারী কোনও সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত একই উইলের বিরোধিতা করা হয়নি।প্রোবেট মঞ্জুর বাতিল বা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ৩১ বছরের এত বড় বিলম্বের জন্য কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। "

37. সমীর কাপুর বনাম রাজ্য, ২০২০ (১২) এস. সি. **সি.৪৮০: (এ. আই. আর.** ২০১৯ এস. **সি. ৩৩১৮) মামলায় সুপ্রিম** কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রবেট বা লেটারস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করার জন্য একটি আবেদনে আবেদনকারীর কোনও অধিকার বা দাবি নিশ্চিত করা হয় না কারণ আবেদনকারী কেবল একটি দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আদালতের স্বীকৃতি চায়। যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি উইলের আইনি চরিত্রের একটি চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে ওঠে।এটি সর্বজনীন-এর একটি ক্রিয়া।

38. সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন উইলের প্রতি কোনও হুমকি বা চ্যালেঞ্জ থাকে।একটি উপযুক্ত আদালত দ্বারা প্রোবেট মঞ্জুর সর্বজনীন -এ একটি রায় হিসাবে কাজ করে এবং একবার প্রোবেট মঞ্জুর করা হলে এটি পুরো বিশ্বকে আবদ্ধ করে এবং এটি মঞ্জুরের তারিখ থেকে পরিচালিত হয়।প্রত্যাহারের কার্যধারায় সীমাবদ্ধতার সময়কাল প্রোবেট মঞ্জুরের তারিখ থেকে শুরু হবে এবং সীমাবদ্ধতার আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হবে (লিনেট ফার্নান্ডেজ (এ. আই. আর 2017 এস. সি 5453, (সুপ্রা) দেখতে হবে)

সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রোবেটের প্রেক্ষাপটে আবেদন করার অধিকার **হবে যে তারিখে বিরোধটি** উত্থাপিত হয় বা যখন প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।কোনও পক্ষ আবেদন করতে পারে যখন কোনও উইলকে বানানো, জাল, অস্তিত্বহীন, সাজানো হিসাবে চ্যালেঞ্জ করা হয় বা সেই সম্পর্কিত কোনও বিরোধ দেখা দেয় যেখানে উইলের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।প্রোবেটের জন্য আবেদন করার কোনও বাহ্যিক সীমা নেই এবং আবেদন করার অধিকার অর্জনের

তারিখ থেকে সময় শুরু হবে।

সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনের অধিকার প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং এটি প্রয়োগের অধিকার অর্জনের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হবে যা পরিবর্তনশীল এবং মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে।এটি কেস অনুসারে পরিবর্তিত হবে।এটা সম্ভব যে নির্বাহক প্রতিটি ক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যু সম্পর্কে অবগত নাও থাকতে পারেন।উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে প্রোবেটের জন্য আবেদন করার অধিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ধারক নয়।যে কোনও ক্ষেত্রে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২৯৩ ধারার অধীনে প্রোবেট বা উইলের সাথে সংযুক্ত প্রশাসনের চিঠিগুলি প্রোবেটের ক্ষেত্রে সাত দিন এবং উইলকারীর মৃত্যুর পরে প্রশাসনের চিঠির ক্ষেত্রে চৌদ্দ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে মঞ্জুর করা যেতে পারে।কুলভারজিৎ সিং (এ. আই. আর.২০০৮ এস. সি. ২০৫৮) (উপরে উল্লিখিত) মামলায় দেখা যায় যে, মৃত্যুর তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে একটি প্রোবেট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যা আবেদনকারীকে প্রশাসনের জন্য আবেদন করার অধিকার হিসাবে সংরক্ষণ করেছিল যখন অন্য ব্যক্তির দ্বারা দায়ের করা অনুদানের জন্য পূর্ববর্তী পিটিশনটি মৃত্যুর তিন বছরেরও বেশি সময় পরে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ মৃত্যুর তারিখ থেকে তিন **বছরেরও বেশি সময় পরে** একটি নতুন পিটিশনও দায়ের করা হয়েছিল।মৃত্যুর তারিখটি আবেদন করার অধিকার অর্জনের তারিখ হিসাবে গণনা করা হয়নি।এ. আই. আর ২০০৯ এস. সি ৩২৪৭:২০০৯ (১১) এস. সি. সি ৫৩৭-এ কৃষ্ণ কুমার শর্মা বনাম রাজেশ কুমার শর্মা রিপোর্টে উল্লিখিত নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল।কৃষ্ণ কুমার শর্মার (উপরে) মামলায় বলা হয়েছে যে, ১৯২৫ সালের আইনের অধীনে দেওয়ানি আদালতে যে কোনও আবেদন সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের আওতায় আসে এবং এর মধ্যে আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে আবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

39. বর্তমান মামলায়, নির্বাহক তথা সুবিধাভোগী মূল কার্যধারা পুনরুদ্ধারের কোনও চেষ্টা করেননি।যদি আমরা কুনভেরজি সিং (এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ২০৫৮) (সুপ্রা)-এর নীতি প্রয়োগ করি, তা হলে পরবর্তী আবেদনটি **প্রথম আবেদনকারীর প্রত্যাহারের তারিখ** থেকে তিন বছরের মধ্যে জমা দেওয়া উচিত ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুনভেরজিৎ সিং (এ. আই. আর. ২০০৮ এস সি. ২০৫৮) **(উপরে উল্লিখিত) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করছিল যখন মূল আবেদনটি প্রকৃতপক্ষে উইলকারীর মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৯৯ সালের ৯ই আগস্ট তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরবর্তী** আবেদনটি প্রথম আবেদন প্রত্যাহারের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু উইলটি কার্যকর হওয়ার সময় মৃত্যুর সময় থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় ছিল।শীর্ষ আদালত জানতে পেরেছে যে, উক্ত আবেদনটি যথাসময়ে

করা হয়েছে, যা উক্ত প্রতিবেদনের ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"১৬.বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদন করার অধিকার আসলে ৯.৮.১৯৯৯ তারিখে উত্থাপিত হয়েছিল যখন শ্রীমতি নির্মল জিত কৌর দ্বারা কার্যধারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ।যেহেতু আবেদনটি তিন বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল, তাই এটি সময়োপযোগী ছিল এবং তাই আবেদনটি যোগ্যতার বাইরে, খারিজ করার যোগ্য, যা আমরা নির্দেশ করি কিন্তু পরিস্থিতিতে খরচ হিসাবে কোনও আদেশ ব্যতিরেকে। "

40. বর্তমান মামলায় আমরা প্রোবেট কার্যধারা পুনরুদ্ধার না করার জন্য দেওয়া কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না এবং এই দীর্ঘ বিলম্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কারণে দ্বিতীয় আবেদনটি যদি ২০শে এপ্রিল,১৯৯৮ তারিখ বা তার আগে দায়ের করা হত, তা হলে তা বহাল রাখা যেত।

41. কোনও ক্ষেত্রেই প্রবেট প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার না করা জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এবং সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে।

42. এই ভিত্তিতেও প্রোবেট মঞ্জুরের আবেদন খারিজ হওয়ার যোগ্য।

43. এইভাবে প্রবেট কার্যক্রম সন্দেহজনক পরিস্থিতি এবং সীমাবদ্ধতা অপসারণে ব্যর্থ হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়।

44.আপিল সফল হয়, তবে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

45.মূল উইল সহ এল. সি. আর ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো যেতে পারে।

46.আমি সহমত। - উদয় কুমার,বিচারপতি।

আপিল অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.